

## জনাব ইমরান (২০১), প্রশিক্ষার্থী এর অনুভূতি

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত ৭৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও আমার সহকর্মীবৃন্দ,

**আসসালামু আলাইকুম ও শুভ সকাল।**

০২। বক্তব্যের শুরুতেই আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সেই সাথে আমি স্মরণ করছি বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের হাতে নির্মমভাবে শাহাদতবরণকারী বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। আমি আরো শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী ৩০ লক্ষ শহিদ, ২ লক্ষ নির্যাতিত মা বোন এবং ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে শহিদগণের প্রতি।

০৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমার আজ ‘আমি’ হয়ে ওঠার পেছনে ছোট একটি গল্প রয়েছে। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন টানাপোড়েনের মাঝে আমার শৈশব আর কৈশোর কেটেছে পাবনা জেলার সদর উপজেলার ছোট একটি গ্রামে। এরপর উচ্চশিক্ষার আশায় শহরের পথে পাড়ি জমানো। চাওয়া পাওয়ার দোলাচলের মাঝে আমার মা স্বপ্ন দেখতেন তাঁর ছেলে একদিন বড় অফিসার হবে। ২০০৯ সালে দিন বদলের সনদ হাতে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে, আপনার নেতৃত্বে

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। মেধা আর যোগ্যতার ভিত্তিতে আপনার সরকারের স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া সরকারি চাকরি প্রাপ্তিতে আমাকে আত্মবিশ্বাসী করেছিল। তাই প্রথম যেদিন আমি বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করি, সেদিন মা'কে কাঁদতে দেখেছি। আমি জানি, এমন অসংখ্য মা সেদিন কেঁদেছিলেন। আর ভেজা চোখে তারা দুহাত তুলে প্রাণভরে দোয়া করেছিলেন আপনার জন্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

০৪। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে বিপিএটিসির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বাসের জানালা দিয়ে মুগ্ধনয়নে বিপিএটিসির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কিন্তু গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢোকান সাহস কোনদিন হয়নি। তাই, ৭৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে যখন বিপিএটিসির ভেতরে প্রথম পা রাখলাম, মনে হলো আমার স্বপ্ন পূরণ হলো। ০৬মাসের প্রশিক্ষণ এবং ১৯ টি ক্যাডারের মিথস্ক্রিয়ায় আমাকে এবং আমার সতীর্থদের ভীষণভাবে বদলে দিয়েছে। কোর্সে আমন্ত্রিত দেশি ও বিদেশি বক্তাদের সবাই ছিলেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রথিতযশা, অভিজ্ঞ এবং সরকারি নীতিকৌশল বিষয়ে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি পেরুনো ছাত্রসুলভ মানসিকতাকে বদলে আমাদের দায়িত্বশীল ও নিষ্ঠাবান প্রজাতন্ত্রের কর্মীতে রূপান্তর করেছে। সচিবালয় সংযুক্তিতে গিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ, বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শনের মাধ্যমে আমরা আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে জেনেছি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছি।

৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

এ দেশের গরীব দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে জাতির পিতা সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন।  
বুনিয়াদি কোর্সের ভিলেজ স্টাডি মডিউলের আওতায় আমরা ৬০২ জন প্রশিক্ষণার্থী ৮৭৫ টি হত  
দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত পরিবার পরিদর্শন করে তাদের সমস্যা জেনেছি। সরকারি সেবা কিভাবে  
তাদের দোর গোড়ায় পৌঁছানো যায় তা শিখেছি। এই প্রশিক্ষণে না এলে আমি হয়তো কোনদিনই  
জানতে পারতাম না, কীভাবে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র,  
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জাদুস্পর্শে আমাদের গ্রামগুলো বদলে গিয়েছে।

আপনি আশ্রয়ণ প্রকল্পের মতো মহৎ উদ্যোগের মাধ্যমে আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন মানুষের চোখের জল  
মুছে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন, তাঁদের জমি ও ঘরের মালিক করেছেন, সমাজে মাথা উঁচু করে  
তাদের বাঁচতে শিখিয়েছেন। তাদের চোখে কৃতজ্ঞতার ভাষা আমরাও বুঝেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

০৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ আমাকে শিখিয়েছে কিভাবে সেবাগ্রহীতার চোখ দিয়ে  
দেখতে হয়। প্রশিক্ষণ শেষে নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে আমাদের লব্ধ জ্ঞান আর দেশপ্রেমের  
ব্রতকে ধারণ করে ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিয়োজিত হবো- এই আমাদের  
অঙ্গীকার। পরিশেষে, ৭৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সকল প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকে অনুভূতি  
ব্যক্ত করার সুযোগ প্রদান করায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।